তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬১৮

**পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সাথে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কের সাক্ষাৎ**

 ঢাকা, ৫ অগ্রহায়ণ (২০ নভেম্বর) :

 পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলমের সাথে আজ ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী (ইউএনআরসি) গুইন লুইস সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের সময় গুইন লুইস পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলায় তাঁর সাম্প্রতিক সফর বিষয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে অবহিত করেন, যেখানে জাতিসংঘের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

 জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক ২০২৩ সালের মার্চ মাসে কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিতব্য স্বল্পোন্নত দেশ সম্পর্কিত আসন্ন পঞ্চম জাতিসংঘ সম্মেলন (এলডিসি- ৫) বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সহযোগিতা ও সমর্থন প্রত্যাশা করেন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায়, বিশেষ করে মিশরে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনের প্রেক্ষাপটে অভিযোজন ও প্রশমনের জাতীয় উদ্যোগ আরো জোরদারের উপায় নিয়ে তারা আলোচনা করেন।

 তারা মায়ানমারের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিকদের (রোহিঙ্গা) মানবিক সহায়তা নিয়ে এবং আগামী বছরে যৌথ রেসপন্স প্ল্যান (জেআরপি) চালুর বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন।

#

মহসীন/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/২০৫৫ঘণ্টা

Handout Number : 4614

**Foreign Minister met his British counterpart in Manama**

 **--- Issues of mutual interest discussed**

Dhaka, 20 November 2022 :

 Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen met with his British counterpart James Cleverly yesterday at the sidelines of the second day of the 18th IISS Manama Dialogue in Bahrain. They discussed a number of issues of mutual interest including climate change, human rights, social justice, democracy, the Russia-Ukraine war and the Rohingya crisis.

 Dr. Momen congratulated James Cleverly on his reappointment as the Foreign Secretary of the UK and recalled the support that Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman received from the UK, particularly from the then Conservative Prime Minister Sir Edward Heath during Bangladesh’s Liberation War in 1971. Both the Foreign Ministers also reaffirmed the excellent relations between Bangladesh and the UK based on shared values, beliefs, and cultures of the people of both nations.

 During the meeting, the British Foreign Secretary expressed deep appreciation to Bangladesh for continuing to provide all necessary means of support to the displaced Rohingya people from Myanmar, and reiterated UK’s continued commitment to resolve the Rohingya crisis. The Foreign Ministers also underscored the urgent need for a quick resolution of the Russia-Ukraine War to restore regional peace, security, and stability as well as global energy and food supply chains.

 During the meeting, Dr. Momen reiterated his appreciation to the British Government for the mutual support and cooperation on numerous multilateral issues in international forums and invited Secretary Cleverly to visit Bangladesh at the earliest opportunity.

#

Mohsin/Pasha/Enayet/Sanjib/Mahmud/Joynul/2022/1940 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬১৩

**আসামের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরো বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে**

 **--- বাণিজ্যমন্ত্রী**

 ঢাকা, ৫ অগ্রহায়ণ (২০ নভেম্বর) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, ভারত বাংলাদেশের ঘনিষ্ট বন্ধুরাষ্ট্র এবং উন্নয়ন, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক অংশীদার। ভারতের আসামসহ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর সাথে বাণিজ্য ও বিনিযোগ বৃদ্ধির অনেক সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের তৈরি অনেক পণ্যের বিপুল চাহিদা রয়েছে সেভেন সিস্টারখ্যাত এ অঞ্চলগুলোতে। বাংলাদেশ এ অঞ্চলগুলোর সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী।

 বাণিজ্যমন্ত্রী আজ ঢাকায় তাঁর মিন্টু রোডস্থ সরকারি বাসভবনে ঢাকায় সফররত ভারতের আসাম রাজ্যের বিধান সভার স্পিকার বিশ্বজিৎ দৈমারির নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময়ের সময় এসব কথা বলেন।

 বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানিপণ্য তৈরিপোশাক। আমাদের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৩ ভাগ আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে। এ শিল্পে প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক কাজ করে, এর মধ্যে ৩০ লাখই নারী কর্মী। এ তৈরি পোশাকের অনেক কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ভারত থেকে বাংলাদেশে আসে। আসাম বাংলাদেশের দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়ে তৈরিপোশাক খাতের কর্মীদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারে। বাংলাদেশের তৈরিপোশাক, সিরামিক, জামদানিসহ বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী পণ্য ভারতে জনপ্রিয়। বাংলাদেশের প্রাণ কোম্পানির পণ্য ভারতের আসামসহ বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয়। বাংলাদেশ আশা করছে, ভারতের আসামসহ সেভেন সিস্টারখ্যাত সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে পণ্য রপ্তানি আরো বৃদ্ধি পাবে। এ জন্য উভয় দেশের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। আসামের সাথে বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রা এবং সংস্কৃতির অনেক মিল রয়েছে। উভয় দেশের সরকারের আন্তরিক সহযোগিতায় বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব।

 সফররত ভারতের আসাম রাজ্যের বিধান সভার স্পিকার বিশ্বজিৎ দৈমারি বলেন, বাংলাদেশে বড় বড় প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ চলছে। বাংলাদেশের সাথে আসামের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরো বৃদ্ধির অনেক সুযোগ রয়েছে। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উভয় দেশ উপকৃত হতে পারে। মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারত যেভাবে বাংলাদেশের পাশে ছিল, ভবিষ্যতে সেভাবেই থাকবে। বাংলাদেশকে সকল ক্ষেত্রে ভারত সরকার গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আসামের সাথে বাংলাদেশের স্থলবন্দর রয়েছে, এগুলো দিয়ে আমদানি-রপ্তানি আরো বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। পানি পথেও আমদানি-রপ্তানি শুরু হয়েছে। ভারত বাংলাদেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য আরো বৃদ্ধি করতে আগ্রহী। তৈরিপোশাক কারখানা ও দক্ষ জনবল তৈরিতে আসাম রাজ্য বাংলাদেশের সহযোগিতা আশা করছে। ভবিষ্যতে আসামের সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো বাড়বে।

 উল্লেখ্য, ভারতের আসাম রাজ্যের বিধান সভার স্পিকার বিশ্বজিৎ দৈমারির নেতৃত্বে আসাম রাজ্য সরকারের বিধান সভার ৩৩ জন বিধায়কসহ ৬২ সদস্যের প্রতিনিধিদল ৫ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশ এসেছেন।

#

বকসী/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/২০১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬১২

**সমাবেশের নামে পিকনিক করছে বিএনপি**

 **--তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ অগ্রহায়ণ (২০ নভেম্বর) :

বিএনপি সমাবেশের নামে আসলে বড় পিকনিক করছে এবং সে জন্য চাঁদাবাজি করছে বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে বিএনপির বিভিন্ন সমাবেশ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা দেখতে পাচ্ছি বিএনপির সমাবেশগুলো আসলে বড় পিকনিক। সিলেটের সমাবেশে তারা তিনদিন আগে গেছে, হোটেলে খাওয়া দাওয়া, তাস খেলা আবার মাঠের মধ্যে তাবু টানিয়ে রান্নাবান্না করে খেয়েছে- এটা একটা বড় পিকনিক। শীতের সময় আমরা যেমন পিকনিকে যেতাম, বিএনপির নেতাকর্মীরাও শুধু সিলেট অঞ্চল থেকে নয়, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, ঢাকা থেকেও গেছে এবং সেখানে গিয়ে সমাবেশের নামে বড় পিকনিক করেছে। এবং এগুলোর জন্য সারা দেশে চাঁদাবাজি করছে। অনেক ব্যবসায়ী আমাদেরকে অভিযোগ দিয়েছেন- বিএনপি ভয়ভীতি প্রদর্শন করে তাদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করছে বা করার চেষ্টা করছে।’

সাংবাদিকতার নামে কারো রাজনীতি করা উচিত নয় উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘গতকাল সিলেটে বিএনপির এবং ঢাকার গাজীপুরে আওয়ামী লীগেরও সমাবেশ হয়েছে এবং উপস্থিতির বিচারে দু’টি সমাবেশেই সমপরিমাণ লোক সমাগম হয়েছে বরং গাজীপুরের সমাবেশে কারো কারো মতে বিএনপির সিলেটের সমাবেশের চেয়ে বেশি মানুষ হয়েছে, যদিও-বা সেটি কোনো বিভাগীয় বা জেলা সমাবেশ নয়, সেটি ছিল জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন। কিন্তু কোনো কোনো কাগজে, অনলাইনে দেখলাম যে গাজীপুরের সমাবেশের ছবিটা দিয়েছে মঞ্চের এবং দর্শকের একটা অংশ মাত্র। আর বিএনপির সমাবেশের ছবিটা দূর থেকে নিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে মনে হয় অনেক লোক হয়েছে। অবশ্যই বিএনপির সমাবেশ হবে সেটি পত্রপত্রিকায় প্রচার পাবে। কিন্তু এ ধরনের উপস্থাপনা সমীচীন কি না আপনাদের কাছে প্রশ্ন।’

এ ক্ষেত্রে  বিএনপির প্রভাব বা অর্থায়ন আছে কি না -এ প্রশ্ন করলে মন্ত্রী বলেন, ‘বিরোধীদলের কোনো ইনভেস্টমেন্ট আছে কি না, কিংবা বিরোধীদল যে জঙ্গিদের সাথে সম্পৃক্ত, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিরোধীদলের হয়ে সেই জঙ্গিদের কোনো অর্থায়ন আছে কি না সেটি একটি বড় প্রশ্ন। তবে আমি আশা করবো যে, শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যম এ ধরনের অপসাংবাদিকতা করা উচিত নয় বা সাংবাদিকতার নামে রাজনীতি করা সমীচীন নয়। অনেক সময় দেখা যায় সাংবাদিকরা হাউজে যে রিপোর্ট, যে ছবি দিয়েছেন সেটি এডিটিং প্যানেলে গিয়ে পরিবর্তন হয়ে যায়। এ বিষয়গুলো খেয়াল রাখা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।’

-২-

১০ ডিসেম্বর নয়াপল্টনে সমাবেশের অনুমতি না দেয়া হলে বিএনপি সারা ঢাকা শহরে সমাবেশ করবে- এ মন্তব্যের জবাবে সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান বলেন, ‘বিএনপি যে ধরনের গণসমাবেশ করতে চায় সে জন্য উপযুক্ত জায়গা হচ্ছে পূর্বাচল। এছাড়া মিরপুর ও বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়েও জায়গা আছে, সেগুলোও অনেকে বলছে। বিএনপি যে সভা সমাবেশ করছে, সরকার তাদেরকে সর্বোতভাবে সহায়তা করছে। গতকাল সিলেট শহরের মোড়ে মোড়ে পুলিশ ছিল, যাতে তারা নির্বিঘ্নে সভা সমাবেশ করতে পারে। আর আমরা যখন সভা সমাবেশ করতাম, তখন পুলিশ আমাদের ওপর লাঠিপেটা করতো, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করতো আর বিএনপি আমাদের সমাবেশে বোমা ছুঁড়তো। এটিই হচ্ছে তাদের সাথে আমাদের পার্থক্য।’

বিএনপির ১০ ডিসেম্বরের সমাবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হবে কি না এ প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা কোনো সমাবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে চাই না, নিয়ন্ত্রণ করি না, করাও হবে না। কিন্তু সমাবেশের নামে যদি কেউ বিশৃঙ্খলা করে তাহলে সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জনগণের স্বার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। আমরা অতীতেও দেখেছি বিএনপি সমাবেশের নামে নানা জায়গায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে বাস ট্রাক পুড়িয়েছে মানুষ পুড়িয়েছে। আর ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল। বিজয়ের মাসে ১০ ডিসেম্বর যদি পাকিস্তানপন্থী বিএনপির লোকজন, মির্জা ফখরুলরা ঢাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালায় জনগণ তাদেরকে পাকিস্তানিদের মতোই আত্মসমর্পণ করাবে।’

**'বিএনপি যতই তারেক রহমানের কথা বলে ততই জনগণ থেকে দূরে সরে যায়'**

বিএনপি মহাসচিবের এ দিনের বক্তব্য ‘বিএনপি তারেক রহমানকে ফিরিয়ে এনে দেশে দ্বিতীয়বারের মতো দেশ স্বাধীন করবে’ এর জবাবে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান বলেন, ‘তারেক রহমানের কথা বললেই মানুষ আঁতকে ওঠে। এদেশের মানুষের কাছে তারেক রহমান হচ্ছে দুর্নীতির প্রতীক, সন্ত্রাসের প্রতীক, নৈরাজ্যের প্রতীক। তারেক রহমান দেশকে পর পর দুর্নীতিতে পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন করার প্রতীক, হাওয়া ভবনের লুটপাটের প্রতীক এবং দশ ট্রাক অস্ত্র মামলার শাস্তিপ্রাপ্ত আসামি। তারেক রহমানের নেতৃত্বে উনারা দেশে আন্দোলন করবেন অর্থাৎ তারা আবার জ্বালাও-পোড়াও শুরু করবে, আবার মানুষ পোড়াবে। জনগণ এগুলো হতে দেবে না। তারা যতই তারেক রহমানের কথা বলে ততই তারা জনগণ থেকে দূরে সরে যায়।’

বিএনপি মহাসচিবের অভিযোগ ‘সরকার গায়েবি মামলা করছে’ এর প্রেক্ষিতে ড. হাছান বলেন, ‘সরকার কোনো গায়েবি মামলা করছে না। বরং মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব গায়েবি কথাবার্তা বলছেন। আগের মামলায় যারা জামিনে আছে তাদের কিছুই করা হচ্ছে না, যাদের জামিন বাতিল হয়েছে তাদের তো পুলিশ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ধরবে।’

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/রেজাউল/২০২২/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬১১

**দেশের অর্থনীতি সচল আছে বলেই প্রধানমন্ত্রী আজ ৫০টি শিল্প ইউনিট উদ্বোধন করতে পেরেছেন**

 **--নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ অগ্রহায়ণ (২০ নভেম্বর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ নতুন ৫০টি শিল্প ইউনিট উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এটা একটা ভালো খবর। আলোচকদের কথা অনুযায়ী অর্থনীতির দুরবস্থা, বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যর্থতা, এনবিআর এর জটিলতার মধ্যেও ৫০টি নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান কীভাবে বাংলাদেশে হচ্ছে?  কথার সাথে বাস্তবতার অনেক ফারাক দেখতে পাচ্ছি এবং এটার মূল কারণটা হচ্ছে রাজনীতি। আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে চলমান বাস্তবতার মধ্যেও আমরা বাংলাদেশের ১৭ কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে রাজনৈতিক খেলায় অবতীর্ণ হয়েছি। এটা আমাদের জন্য চরম দুর্ভাগ্য। এসব বিষয়ে বর্তমান সরকার সতর্ক আছেন। গতকাল প্রধানমন্ত্রী দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। বাংলাদেশ তথা গ্রামীণ অর্থনীতি এখনো ভালো আছে, চাঙ্গা আছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে দৈনিক ইত্তেফাক আয়োজিত ‘বাংলাদেশের শিপিং খাত: বাস্তবতা ও করণীয়’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, তিন বছর আগে বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশ কোভিড আক্রান্ত হয়েছে। তখন কী সময়টা ছিল! তখন কিন্তু সকলেই বসে গিয়েছিল। শুধু সচল ছিল সরকার এবং সরকারের সেই পদক্ষেপের কারণেই কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতি বেঁচে গেছে শুধু নয়; বাংলাদেশের মানুষও বেঁচে গেছে। আমাদের ভুলত্রুটি থাকতে পারে; বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে সমালোচনা হতে পারে। সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে ঘাটতি নাই। দুর্ভাগ্য এটাই- দেশকে তলানিতে ঠেলে দেয়ার জন্য কিছু মানুষ রাজনীতি করছে। ‘গতকাল বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেছেন, দেশকে তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত করা হয়েছে’- এ বিষয়টি উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, যদি তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত হয়, তাহলে কি আমরা আলোচনায় বসতাম। সুযোগই ছিল না। এই যে, অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে দেশের মানুষকে আতঙ্কিত করার অধিকার নাই। আমাদের রিজার্ভ আছে। এখন সচল হয়েছে। কেনা কাটা হচ্ছে। রিজার্ভ কিছুটা কমছে। এর মানে এই নয়; দেশের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে গেছে। দেশের অর্থনীতি সচল আছে বলেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা  আজ ৫০টি  শিল্প ও অবকাঠামো উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে পেরেছেন।

অনুষ্ঠানে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ শিপিং এজেন্ট এসোসিয়েশেনের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান সৈয়দ ইকবাল আলী শিমুল। দৈনিক ইত্তেফাকের সাব-এডিটর মোঃ মইনুল ইসলামের উপস্থাপনায় এবং বিশেষ প্রতিনিধি সাইদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ শাহজাহান (ভার্চুয়ালি), বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো এসোসিয়েশেনের সভাপতি নূরুল কাইয়ুম খান, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মোঃ আইনুল ইসলাম,  বিকেএমইএ’র নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডস এসোসিয়েশেনের সভাপতি কবির আহমেদ,  গ্লোবাল  টিভির সিইও এবং এডিটর ইন চিফ সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/রেজাউল/২০২২/১৮২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬১০

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৫ অগ্রহায়ণ (২০ নভেম্বর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৬৪ শতাংশ। এ সময় ৩ হাজার ৭৫৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করেনি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৩০ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮৪ হাজার ৭৯৭ জন।

#

কবীর/পাশা/রেজাউল/২০২২/১৬১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬০৯

মানামায় বাংলাদেশ ও ফিনল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক

**রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে থাকবে ফিনল্যান্ড**

মানামায় (ফিনল্যান্ড), ২০ নভেম্বর :

রোহিঙ্গা ইস্যুতে ফিনল্যান্ড বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে জানিয়েছেন সেদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেক্কা হাভিস্তো। গতকাল বাহরাইনের মানামায় ১৮তম আইআইএসএস মানামা সংলাপের দ্বিতীয় দিনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন এর সাথে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে তিনি এ বিষয়ে আশ্বস্ত করেন। ফিনল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা নাগরিকদের বাংলাদেশে আশ্রয় প্রদান এবং মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা করেন।

বৈঠকে ফিনল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশে টিকা কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোভিড-১৯ মোকাবিলা এবং বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করেন।

বাংলাদেশ ও ফিনল্যান্ডের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করে দুদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তর্জাতিক ফোরামে বহুপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে পারস্পরিক সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার কথাও পুনর্ব্যক্ত করেন।

ফিনল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। এ প্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন সবুজ শক্তি বা গ্রিন এনার্জির বিষয়ে ফিনল্যান্ডের বিভিন্ন উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে দক্ষতা ও প্রযুক্তি দিয়ে সহযোগিতার আহ্বান জানান।

বৈঠকে উভয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সারাবিশ্বে খাদ্য ও জ্বালানি সংকটসহ দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে বলেন, এ যুদ্ধের ফলে মূলত সারাবিশ্বের সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উভয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত সকল দেশের জনগণের কল্যাণে অনতিবিলম্বে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরিসমাপ্তির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

#

মোহসিন/অনসূয়া/শাম্মী/রবি/আসমা/২০২২/১২৩০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬০৮

**সশস্ত্র বাহিনী দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৫ অগ্রাহায়ণ (২০ নভেম্বর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২১ নভেম্বর ‘সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সশস্ত্র বাহিনী দিবসে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার নেতৃত্বে দীর্ঘ ন’মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সাতজন বীরশ্রেষ্ঠকে যাঁরা মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন সময়ে দেশ ও দেশের বাইরে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে আত্মোৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর বীর সদস্যদের। আমি তাঁদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করি। আমি সশস্ত্র বাহিনীর যুদ্ধাহত সদস্য ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে গড়ে ওঠা সশস্ত্র বাহিনী জাতির গর্ব ও আস্থার প্রতীক। মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর তিন বাহিনী সম্মিলিতভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ পরিচালনা করে। তাদের সম্মিলিত আক্রমণে হানাদার বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ে যা আমাদের বিজয়কে ত্বরান্বিত করে। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ২১ নভেম্বর একটি স্মরণীয় দিন। মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর অবদান ও বীরত্বগাথা জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মহান দায়িত্বপালনের পাশাপাশি যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহযোগিতাসহ জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। সম্প্রতি দেশের পূর্বাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ ও মহামারি মোকাবিলায়ও সশস্ত্র বাহিনী কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। কেবল দেশেই নয়, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ নিয়ে পেশাগত দক্ষতা, সর্বোচ্চ শৃঙ্খলা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্বপালন করে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে চলেছেন।

একটি শক্তিশালী, আধুনিক ও প্রশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনী দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার অন্যতম পূর্বশর্ত। সরকার সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ‘ফোর্সেস গোল ২০৩০’ প্রণয়ন করেছে। এর আওতায় সশস্ত্র বাহিনীতে যুক্ত হচ্ছে অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জাম যা নিঃসন্দেহে সশস্ত্র বাহিনীকে আরো আধুনিক, দক্ষ ও গতিশীল করবে। তবে যেকোনো বাহিনীর উন্নয়নের জন্য নেতৃত্বের প্রতি গভীর আস্থা, পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ, পেশাগত দক্ষতা এবং সর্বোপরি শৃঙ্খলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ রাষ্ট্র ও নেতৃত্বের প্রতি পরিপূর্ণ অনুগত থেকে কঠোর অনুশীলন ও দেশপ্রেমের সমন্বয়ে সশস্ত্র বাহিনীর গৌরব সমুন্নত রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবেন - এ প্রত্যাশা করি।

আমি সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং বাহিনীসমূহের সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের অব্যাহত সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/শাম্মী/রবি/আসমা/২০২২/১২৪৫ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬০৭

**সশস্ত্র বাহিনী দিবসে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৫ অগ্রাহায়ণ (২০ নভেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২১ নভেম্বর ‘সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্যকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ দিনে আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন উৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর সকল শহিদ ও মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী, সাহসী এবং ঐন্দ্রজালিক নেতৃতে ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে স্বাধীনতা অর্জন করে।

আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের ২১-এ নভেম্বর একটি বিশেষ গৌরবময় দিন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় সদস্যরা এ দিনে সম্মিলিতভাবে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণের সূচনা করেন। মুক্তিবাহিনী, বিভিন্ন আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যগণ ও দেশপ্রেমিক জনতা এই সমন্বিত আক্রমণে একতাবদ্ধ হন। দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে ১৬ই ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির অগ্রযাত্রা ও বিজয়ের স্মারক হিসেবে প্রতি বছর ২১-এ নভেম্বর ‘সশস্ত্র বাহিনী দিবস’ পালন করা হয়।

জাতির পিতা স্বাধীনতার পর একটি আধুনিক ও চৌকস সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। সেনাবাহিনীর জন্য তিনি মিলিটারি একাডেমি, কম্বাইন্ড আর্মড স্কুল ও প্রতিটি কোরের জন্য ট্রেনিং স্কুলসহ আরো অনেক সামরিক প্রতিষ্ঠান এবং ইউনিট গঠন করেন। তিনি চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ঘাঁটি ঈসা খাঁ উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৎকালীন যুগোশ্লাভিয়া থেকে নৌবাহিনীর জন্য দু’টি জাহাজ সংগ্রহ করা হয়। বিমান বাহিনীর জন্য তিনি তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সুপারসনিক মিগ-২১ জঙ্গি বিমানসহ হেলিকপ্টার, পরিবহণ বিমান ও রাডার সংগ্রহ করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীকে দেশে ও বিদেশে উন্নততর প্রশিক্ষণ প্রদানসহ আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করছি। জাতির পিতার নির্দেশে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের উপযোগী ১৯৭৪ সালে প্রণীত প্রতিরক্ষা নীতিমালার আলোকে ফোর্সেস গোল-২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় তিন বাহিনীর পুনর্গঠন ও আধুনিকায়নের কার্যক্রমসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

পেশাগত দায়িত্বপালনের পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনী দুর্যোগ মোকাবিলা, অবকাঠামো নির্মাণ, আর্তমানবতার সেবা, বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা এবং বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্বপালন করে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন। এভাবে সশস্ত্র বাহিনী আজ জাতির আস্থার প্রতীক হিসেবে গড়ে উঠেছে।

আওয়ামী লীগ সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। আমি আশা করি, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশপ্রেম, পেশাদারিত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্বপালন করে যাবেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমরা সক্ষম হবো, ইনশাল্লাহ।

আমি সশস্ত্র ‘বাহিনী দিবস ২০২২’- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

   বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/শাম্মী/রবি/কলি/আসমা/২০২২/১১০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ